খবরের ঘন্টা

দেশপ্রেম

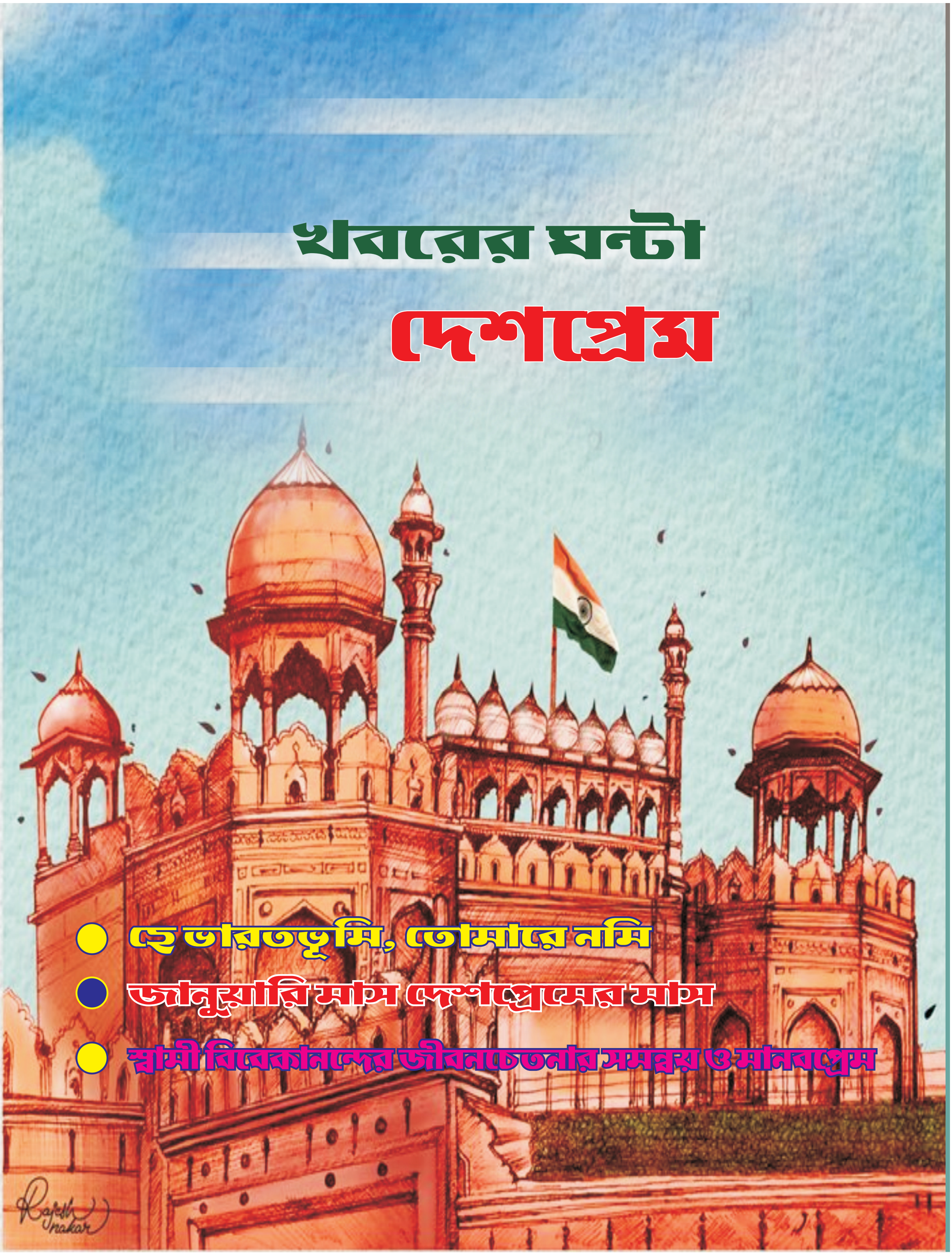

- হে ভারতভূমি, তোমারে নমি
- জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস
- স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচেতনার সমন্বয় ও মানবপ্রেম

The Biggest Diagnostic Laboratory with Widest Range of Services

Certificate No. M-0584

Anandaloke

SONOSCAN CENTRE PVT. LTD.

3/3, Hill Cart Road (Near Mahananda Bridge), SILIGURI - 734003

Ph.: 0353-251 7575 / 0010, 9800200300 / 9832010003

email: anandaloke_sonoscan@hotmail.com / www.anandaloke.com

OUR SERVICES

3 Tesla MRI • Multislice CT Scan • Fetal Ecocardiography • Fibroscan of Liver • Elastography of Breast & Thyroid
Mammography of Breast • Colour Doppler Studies • Bone Densitometry • Total Body Fat Analysis
Clinical Pathology • Biochemistry • Serology • USG Guided FNAC • CT-Guided FNAC • Immunoassay • Haematology
Renal Biopsy • Upper GI Endoscopy • Colonoscopy • Sigmoidscopy • Band Ligation-EVL
RT PCR for SAARS-COV-2 (Covid-19) • TB PCR • HBV DNA PCR • HCV RNA PCR • HPV DNA PCR • HLAB-27 PCR
DENGUE PCR • Chikungunya PCR • RT-PCR for Covid-19 (SAARS-Cov-2) • Covide-19 Antibodies (SAARS-COV-2-IgG)
IL-6 • D-Dimer • LDH • NT-Pro BNP • Renal Biopsy • TB Feron- TB Gamma Interferon • 12 Channel ECG
Echo-Cardiography • Paediactric Echo-Cardiography • Echo-Colour Doppler Study • TMT I PFT • Holter Monitoring
Ambulatory BP • OPG • Cephalometry • Digital EEG • NCV/NCS • BAER • Evoked Potentials (VEP) • EMG
Uroflowmetry • Audiometry (PTA) • Tympanometry • OAE • ASSR • BERA • Speech Therapy
Hearing Aid (Digital & Analogue) • Free Consultation by Audiologist

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

উন্নত, ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী
ওয়ার্ড গড়তে
মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে
৪৬ নং ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী
শ্রী দিলীপ বর্ম্মন
কে
এই চিহ্নে
ভোট দিয়ে
তৃণমূল
বিপুল ভোটে
জয়যুক্ত করুন
প্রচারে :- স্বপন দাস

ACC

Cement
C & F Agent

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

Since 1760

Lewis Berger

Paint your imagination

Sika ®

Auth. Dealer Auth. Distributor

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

deeessrana2013@rediffmail.com

STI
SARKAR TILES INDUSTRIES

SARKAR TILES INDUSTRY

An ISO 9001:2008 Certified Company

We Sarkar Tiles Industry, established in the year 1990 are one of the leading manufacturer, supplier & service provider for our wide range of products. We have created a strong hold in the market for our varied range of products.our range of products includes Interlocking pavers Blocks, Tiles, Kerb Stone, Concrete Bricks, Ventilators, Marble Chips etc.

We manufacture high quality concrete interlocking paver's blocks of various colors, shapes and sizes. All of our cement concrete pavers are made with Portland cement, variable natural aggregates, pigments of the highest quality and admixtures, used to increase strength and density of our pavers as well as control efflorescence. We are also manufacturing Pre-Polished Designer Concrete Tiles having shades in VARIOUS colours. Our Blocks are in M30 Grade strength. Varying thickness ranging from 25mm to 80mm thick Blocks are available. These industrial pavers are offered in various thicknesses, ensuring they are capable of withstanding and supporting the loads that may be required of the pavers.

Address:

Siliguri Industrial Easte,
Plot No. 24 B, Sevoke Road, Siliguri.
Dist: Darjeeling, Pin.734001
Call Us:0353 2548014 / 98320 92824

With best compliments from :
SACHITRA GROUP OF COMPANIES
MANUFACTURING :
★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR
MANUFACTURING :
★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY
★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING
AGRICULTURE :
★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.
RETAIL :
★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE
SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE
SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001
74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

Imperial
MANAGEMENT
BE
INDEPENDANT
WITH US
WE ARE
THE BEST
CHOICE
WHY CHOOSE US
01 Risk free earning
Here you can earn in More Rate of interest than Bank. Moreover it's risk free by following proper procedure.
02 Be Independent traders
We believe in sharing knowledge & strategies about market that helps all to earn decent & recognise traps.
03 Least Charges
We charge nothing for sharing knowledge and least to guide you for your profitable investment.
8617223301

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম

আপনাদের সেবায় ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। আমরা কাজ করে চলেছি

- রক্তের জন্য ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের নিজস্ব উদ্যোগ ডিবিটি প্রজেক্ট (ডায়রেক্ট ব্লাড ডোনেশন সিস্টেম)। বহু মানুষ উপকৃত এই উদ্যোগের জেরে।
- খাবার অপচয় যাতে কেউ না করে সেই জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে কোনো অনুষ্ঠানে খাবার বেঁচে গেলে আমরা সেটা সংগ্রহ করে অসহায় মানুষের মুখে তুলে দিই।
- রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় প্রতি সপ্তাহে একবার।
- লকডাউনের সময় শিলিগুড়ি ও তার আশপাশের বহু অভুক্ত মানুষকে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে।
- লকডাউন পর্বে সাইকেল করে মুম্বাই থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিকদের রাতে শিলিগুড়ি পৌছানোর সাথে সাথে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়।
- আমরা করোনা আক্রান্ত পরিবারের বাড়িতে স্যানিটাইজেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকি।
- শিলিগুড়ি শহরের প্রান কেন্দ্রে যেসব মনিষীর মূর্তি রয়েছেসেইসব মনিষীর মূর্তি প্রত্যেক তিন মাস অন্তর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে।
- লকডাউনের সময় আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই পৌঁছে দিয়েছিলাম।
- যখন সব্জির দাম আকাশছোঁয়া সেই সময় আমরা দশ টাকায় সাঁঝের হাট বসিয়েছিলাম। দশ টাকায় দশ রকমের সব্জি ছিল বিনামূল্যে।
- এভাবে প্রতিদিন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানবিক কাজ করে চলেছে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে সবলসময় ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম।
- ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের প্রতিষ্ঠাতা সমাজসেবী শক্তি পাল। তিনি অসম রাইফেলসে কর্মরত অবস্থায় দেশেরই সেবা করে চলেছেন। যারা দেশের বীর যোদ্ধা তাদের শ্রদ্ধা জানাতেও ভুল করছে না ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। সাধারণতন্ত্র দিবসেও দেশ প্রেমের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম।

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

OUR VISION IS TO EDUCATE THIS GENERATION FOR MISSION AND TRANSFORMATION

Accredited to IATA and Affiliated to Bethel Church Association

ADMISSION OPEN FOR B.Th

FROM JANUARY 15TH 2022

HURRY LIMITED SEATS WITH SCHOLARSHIP

Director - Swadipt Samuel

Principal - Premalata Samuel

Subject Includes :- . Systematic Theology . Homoletics and Hermeneutics . Christian Ethics
. Mission In Pluralistic Society . Media and Mission .
. Pastoral Counselling . History (Biblical and Church)
. Languages (English, Greek and Hebrew) And Other Subjects .

ADDRESS - SALBARI, METHIBARI (SILIGURI)

CONTACT - 9614302436, 8116109715

প্রচারে কমল ঘোষ ৩৭ নং ওয়ার্ড বিজেপি

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির স্বপ্নের ভারতের উন্নয়নে
শিলিগুড়িকে সামিল করতে
আসন্ন শিলিগুড়ি পৌরসভা নির্বাচনে ৩৬ নং ওয়ার্ডে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী
এই চিহ্নে ভোট দিন
ঘরের ছেলে, কাজের ছেলে
পার্থ বৈদ্য
(শানু)
কে
বিজেপি
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন
প্রচারে : প্রশান্ত বৈদ্য শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, ৩৬নং ওয়ার্ড বিজেপি

প্রচারে পার্থ সাহা, ৩৮ নং ওয়ার্ড বিজেপি

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. V Issue-6
1st January-31st January 2022 Republic Day
পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-৬ প্রজাতন্ত্র দিবস
৬ই মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২০শে জানুয়ারী, দেশপ্রেম সংখ্যা

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর............০৬
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ......অর্পিতা দে সরকার......০৮
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের তালিকা...................০৯
দেশপ্রেম ও শ্রী অরবিন্দ...............অশোক রায়.........................১০
একজন দেশপ্রেম নাগরিকের দশটি গুণ...................................১১
মৌলিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা...১২
প্রজাতন্ত্র............................অশোক রায়...................................১৮
এক সৈনিকের গল্প..............সজল কুমার গুহ...........................১৮
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচেতনার সমন্বয় ও মানবপ্রেম..ইছামুদ্দিন সরকার...১৯
জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস..............সজল কুমার গুহ..........২১
দেশপ্রেমের ভাবনায়..............শ্যামল সরকার..........................২৩
সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা..........মৃনাল পাল..........২৬
শুভেচ্ছা............................সঞ্জীব শিকদার..............................২৬
দেশপ্রেমের ভাবনায়.................নির্মল কুমার পাল ৩০
দেশ প্রেম...বাসু দত্ত....................৩১
সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা.........রেভারেন্ড রঞ্জন আর দাস....৩১
দেশ প্রেমের ভাবনায়...........................অশোক চক্রবর্তী..........৩২

ঃ কবিতা ঃ

তোমাদের স্মরি....................সজল কুমার গুহ...........................২৪
স্বাধীনতা লাভের পশ্চিমে.............গণেশ বিশ্বাস.......................২৪
প্রজাতন্ত্র দিবস.............অর্পিতা দে সরকার..............................২৪

ঃ স্বরচিত গান ঃ

দেশপ্রেম...........কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার.............................২৫

ঃ বিশেষ রচনা ঃ

হে ভারতভুমি, তোমারে নমি..............বাবলী রায় দেব..............১৪

ঃ অণুগল্প ঃ

সমস্যা, ছিল না কিন্তু হল...............সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়.........১১

ঃ প্রতিবেদন ঃ

ভোট ভোট ভোট...২৭
ভোটে জয়ী হলে ওয়ার্ডে বিনামূল্যে এম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চান বিজেপি প্রার্থী...২৭
সবুজায়ন থেকে সুস্থ সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্র চর্চার প্রসারে অনন্য নজির তৈরি করে এবার ৪৬ নম্বরে ভোট প্রার্থী দিলীপ বর্মন.......২৮
শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া এলাকায় সৌন্দর্যায়নে বেশি করে মনোনিবেশ করতে চান এই দম্পতি..২৯
ওয়ার্ডে নেশাগ্রস্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে চান বিজেপি প্রার্থী পার্থ বৈদ্য..২৯

আসন্ন শিলিগুড়ি পৌরসভা নির্বাচনে
৩০নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী
শ্রীমতি
সাথী দাস
কে
এই
চিহ্নে
ভোট
দিয়ে
বিপুল ভোটে
নির্বাচিত করুন।
সৌজন্যে ঃ স্বপন দাস, ৩০নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি

প্রচারে দুলাল দত্ত ৪১ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি

জরুরি বিষয় ঃ অর্থ

সকলকে নতুন বছর ২০২২ সালের শুভেচ্ছা। গত দুই বছরে সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা পরিস্থিতি সারা পৃথিবীর বুকে আর্থিক মন্দার ঢেউ এনেছে। আয়ে ঘাটতি হয়েছে, কারোর কারোর চাকরি হারিয়েছেতো কেউ কেউ সম্মুখীন হয়েছেন ব্যবসায়িক লোকসানের। কিন্তু তা সত্বেও এই সুদীর্ঘ লকডাউনের মধ্যে দিয়ে আমরা মোকাবিলা করেছি করোনা দৈত্যের। খুব স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চিত অর্থ ভান্ডারও ফুরিয়ে এসেছে। সমস্ত দিক দিয়েই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা ঘাটতি মিটিয়ে। স্বজনের ঘাটতি মিটবে না কখনোই কিন্তু আমাদের পরবর্তী সুন্দর জীবনযাত্রার লক্ষ্যে আমাদের পূরন করতেই হবে অর্থভান্ডারের ঘাটতি। মজবুত করে তুলতে হবে ব্যবসা অথবা আয়ের খুঁটিকে।

আমরা ইম্পেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট অর্থনৈতিক বাজার ও পুঁজি লগ্নির ক্ষেত্রে সাহায্যকারী সংস্থা। আমাদের লক্ষ্য হল ক্ষুদ্র , মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীদের সমস্ত বাজারি ফাঁদ উপেক্ষা করে এক পোক্ত আয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া ও স্বাধীন ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা এমন একটি সংস্থা যেখানে বিনিয়োগ করে ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট এর থেকে অনেক বেশি উপার্জন সম্ভব। শুধুমাত্র আমাদের শেখানো কিছু জ্ঞান আপনাকে সেই পথে খুব সহজেই নিয়ে যেতে পারে কোন ঝুঁকি ছাড়াই। এই উপার্জন ও জ্ঞানের দ্বারা কিছু দিনের মধ্যেই আপনি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবেন। অনায়াসেই পূরন করে ফেলতে পারবেন আপনার আর্থিক ঘাটতি। স্বভাবতই অর্থনৈতিক জোর আপনার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে। আসুন আমরা একসাথে এই পথ চলা শুরু করি। আমরা আপনাদের দেব সেই সমস্ত অর্থনৈতিক বাজার ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান যা এই কঠিন সময় উপেক্ষা করে আপনাকে এক সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করবে। একসাথে আমরা জিতবো এই লড়াই। শুভেচ্ছা রইলো। --

সম্পাদকীয়

প্রজাতন্ত্র দিবস

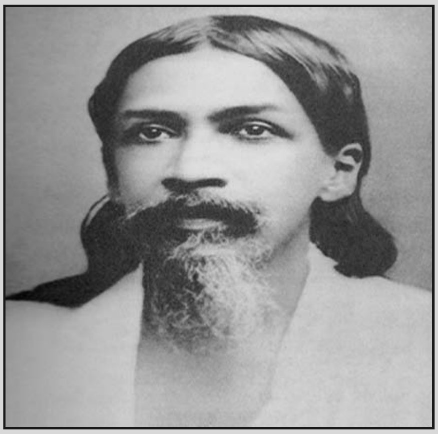

নিয়ম মেনে এবারও এসেছে প্রজাতন্ত্র দিবস , ২৬ জানুয়ারি। ভারতের মতো পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে এই দিবসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বিগত দুবছর ধরে সেভাবে এই দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে না। কারণ করোনা। করোনা আমাদের বিভিন্ন ভাবে পিছিয়ে দিচ্ছে। বহু মানুষের প্রান ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে। বহু মানুষের জীবনজীবিকা নষ্ট হয়েছে। এখন চলছে ওমিক্রনের তান্ডব। এবারেও তাই অন্য ঢেউগুলোর মতো চূড়ান্ত সতর্কতা শুরু হয়েছে। সেই সতর্কতা আমাদের মেনে চলা জরুরি। সতর্কতা বলতে মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা, সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, ভিড় এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। করোনার এই দুঃসময়ে আমাদের সকলকে লড়াই করতে হচ্ছে। এই লড়াইই এখন দেশপ্রেম।

With Best Compiments From :

Cell : 98320-57177

Prop. Kanai Mohanto

SHREE KRISHNA FURNITURE

Deals in : All kinds of Steel Furniture Stainless Steel and Tv Manufacturer and Order Suppliers

Champasari Main Road, North Mallaguri
Narmada Bagan, Siliguri-03

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা -১৪

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্নতাকে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো। --মুসাফীর)

নারী-পুরুষ সমান অধিকার এই কথাটি যে এখনো কতটা অসার আমি তা খুব ভালোভাবে টের পেয়েছি। শুরু হয়েছে সুহাগ রাত থেকে। ছোট বয়েস থেকে এই রাত সম্বন্ধে কথা রঙ্গিন কথা শুনেছি। সারা রাত্রি আমি শুয়েই থাকলাম। আর একটি নর পশু যার সামাজিক পরিচয় স্বামী আমাকে ভোগ করে গেল-- আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা একবারও জানতেও চাইলো না। আমার মন বিদ্রোহ করে উঠলো। পরের দিন রাত্রে আমি বললাম তুমি আমি যেমন শুয়ে ছিলাম ঠিক সেভাবে শুয়ে থাকবে-- আমি তোমাকে উপভোগ করবো। শুনে সে কি অট্টহাসি-- বড়া অচ্ছা মজাক করতি হো। বলেই একটানে আমার পরনের কাপড় খুলে ফেললো, আমার নগ্ন শরীরের দিকে হাত বাড়াল আমার মন বিদ্রোহ করে উঠলো এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এতদিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত শরীরের বাঁ পা দিয়ে সজোরে পুরুষাঙ্গে লাথি মারলাম। আঁক করে একটি শব্দ হলো--নরপশুর দেহটি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পরে জ্ঞান ফিরেছিল কিনা জানি না। সেই রাত্রেইপালালাম কারণ আমি বাঁচতে চাই। কিষেনজী আমাকে প্রতিপদে বাঁচিয়েছেন দুবছর জীবনের এমন সব দিক দেখেছি, এমন সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যা লিখতে পারলে একটি অন্য ধরনের অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস হবে। মাতাজী আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। যখন মনে হচ্ছিল এই বোধ হয় শেষ ঠিক তখনই কিষেনজী আমাকে মাতাজীর কাছে পৌঁছে দিলেন। এই খানে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, কোন ভেদাভেদ নেই। মাতাজীকে বললাম, আমি ওয়ার্কশপে কাজ করতে চাই, অনুমতি ও আশীর্বাদ পেলাম। আরো বললাম, সবাই আপনাকে স্বয়ং ভগবৎ জননী বলেন

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI

আমি কিন্তু আমার ইষ্ট কিষেনজীকে ছাড়তে পারবো না-- আপনি আমায় নেবেন? ইষ্টকে যদি ছেড়ে দাও--তাহলে তোমার থাকলোটা কি! তুমি যেমনটি আছ তেমনই থাকো তোমায় কিচ্ছু ছাড়তে হবে না। শুধু মনে রাখবে যা করবে ইষ্টকে নিবেদন করে করবে। নিবেদনটি যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তোমার ইষ্টকে যা নিবেদন করবে- তা আমাকেই দেওয়া হবে, আর আমায় যদি কিছু দাওতো তোমার ইষ্টে পৌঁছোবে। মাতাজী এত দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত এত দিয়ে যাচ্ছেন যে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই শুধু একটিমাত্র চাওয়া প্রতিমুহুর্তে চাই, তা হলো- তুমি আমায় যেমনটি চাও আমি যেন তেমনটি হতে পারি। প্রগতির গলা ধরে গেল , কম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, জান ভাইয়া এতদিন কাউকে বলিনি আজ তোমাকে বলছি, আমার ইষ্ট ও মাতাজী এখন এক হয়ে গেছে। আমার সব কষ্ট দুর হয়ে গেছে। বলেই প্রগতি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। ঘরের পরিবেশটি পাল্টে গেছে।

হাসিঠাট্টার আমুদে পরিবেশটি আর নেই। ঋষিও আবেগে প্রায় ভেসে গিয়েছিল, রেবতীর ইঙ্গিতময় চাহনি ফিরিয়ে আনলো। আমাদের সবার সবকিছু চাই, কিন্তু সব কিছু যে সবার জন্য নয় এই বোধটা যখন হয় তখন মাঝির ডাক এসে গেছে, ফেরার সময় হয়ে গেছে। বহিন একটু যদি বলেন কিভাবে এটি ঘটলো। ভাইয়া আমি জ্ঞানের কথা অত বুঝি না, শুধু বুঝি কাজের কথা। ঠাকুর ঘরে থালিতে যেমন কিষেনজীক ভোগ লাগাতাম, এখানেও ওয়ার্কশপে তাই করি, শুধু থালিটা আমার দুটি হাত আর ভোগ হলো আমার কাজ। ব্যস ইসিমে একদিন ধিয়ান লগ গিয়া--ম্যায় আউর মেরী কাম দোনো এক হো গিয়া দেখা যো কাম কর রহি হ্যায় উও আউর ম্যায় অলগ হুঁ। বহুত আনন্দ আয়া-- যো কাম পহলে দোদিনমে ভী খতম নহীহোতী থী উও অভি দো ঘন্টে মে হো যাতী হ্যায়। দেখি কিষেনজী আউর মাতাজী দোনো এক হো গয়া। আবার দেখা হবে বলে বিদায় নিলাম। পথে এবার রেবতী আমার হাত টেনে ধরলো, কি হলো ওভাবে হাঁটছো কেন আরেকটু হলেতো পড়ে যেতে।

(ক্রমশ)

With Best Compliments From :

Biplab Sarkar
Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

‘মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ’

অর্পিতা রায়চৌধুরী

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে আমি খবরের ঘন্টা পত্রিকাতে আমাদের একট ছবি নিয়ে কিছু কথা লিখছি।

ভালো ছবি দেখতে ছোট থেকেই ভালোবাসি। কেবল বাংলা ভাষায় তৈরি ছবি নয়, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষাতেও ভালো ছবি দেখার অভ্যাস ছোট থেকেই। তবে নিজের ছবি বানানোর পোকাটা প্রথম মাথায় ঢোকে, কলকাতা নিবাসী শান্তনু রায়চৌধুরীর সাথে আলাপ হওয়ার পর। শুনেছি ছোট বয়েস থেকেও ওর ছবি নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তবে আমার মত ওর নেশাটা কেবল ছবি দেখা অবধি সীমিত ছিল না, ওর আগ্রহ ছিল ছবি বানানো নিয়ে। বয়েস বাড়লে চেয়েওছিল ছবি বানানো নিয়ে পড়াশোনা করতে, কিন্তু নানান কারনবশত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। আমার সাথে আলাপ হওয়ার পর পুনরায় ওর মাথায় সেই পুরনো ইচ্ছেটার পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে। অবশেষে নানান রকমের আলোচনার পর ঠিক হয় আমরা নিজেরাই একটা ছবি বানাবো।

এরপর শুরু হয় দীর্ঘ আলোচনা। নানান গল্প নিয়ে দিনের পর দিন চলে আলোচনা। সীমিত খরচে বানানো যায় এমন কোন ছবি যা মানুষের মন কেড়ে নিতে পারবে। অবশেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে প্রথম কাজ হিসেবে একটি ডকু ড্রামা বানালে মন্দ হয় না। সামাজিক কোনও সমস্যাকে কেন্দ্র করে বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে নানান কারনে ডিপ্রেশন সৃষ্টি হচ্ছে। মাবাবাকে পাশে না পাওয়ার ফলে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর আনতে না পারার ফলে , প্রেমে কষ্ট পাওয়ার ফলে, অথবা বন্ধুদের কাছে লজ্জিত হওয়ার ফলে তারা মানসিক বিষাদের শিকার হয়ে উঠছে ক্রমশ। নিজের কষ্টটা কাওকে বলতে না পারার কারনে তারা বেছে নিচ্ছে সহজ পথ আত্মহত্যা। আমাদের ছবিটা এই ‘মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ’ বিশেষ একটি সামাজিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করতে তৈরি করা।

কলকাতার বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পৃথ্বীশ ভৌমিকের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা বুঝতে পেরেছি সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং সঠিক কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন। মা বাবাদের আরও নজর দিতে হবে তাদের সন্তানদের প্রতি। নইলে আমাদের ছবির নায়ক সুমন হালদারের মতো তাদেরকেও হারাতে হবে তাদের সন্তানদের।

ছবির পরিচালনা, সম্পাদনা এবং মিউজিকের কাজ করেছেন স্বয়ং শান্তনু রায়চৌধুরী। চিত্র নাট্য করেছি আমি নিজে। মূল চরিত্র সুমন হালদারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কলকাতা গড়িয়ার কৃষ্টি নাট্য দলের অভিনেতা অভিজ্ঞান খাটুয়া। সাউন্ড প্রডাকশনের কাজ করেছেন কলকাতা নিবাসী অর্ক সেন।

মোবে আরো আরো আরো দাও প্রান , আমাদের AppyShan Creations এর প্রথম কাজ। অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা নিয়ে আমরা ছবিটি তৈরি করেছি। আপনারা সকলে অবশ্যই দেখবেন, ধন্যবাদ।

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি নবীন সেন রোডে)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের তালিকা

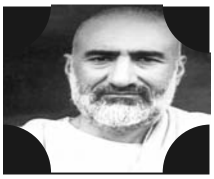

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের তালিকা এখানে দেওয়া হলো---- ময়না কুমারী, আবুল কালাম আজাদ, কমল নাথ তিওয়ারি, অরুনা আসফ আলি, অরবিন্দ ঘোষ , চন্দ্রশেখর আজাদ, অ্যানি বেসান্ত, রামপ্রসাদ বিসমিল, ক্ষুদিরাম বসু, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, সুভাষচন্দ্র বসু, মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি, মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, হুসাইন আহমদ মাদানি, উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, যতীন্দ্র নাথ দাস, বটুকেশ্বর দত্ত, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, হেমু কালানি, হাকিম আজমল খাঁ, মাওলানা শরিয়তুল্লাহ, মাওলানা আজাদ, মাওলানা আলাউদ্দিন, মাওলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি, মাতঙ্গিনী হাজরা, আব্দুল মজিদ, খান আব্দুল গফফার খান, নেতা আহমাদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ সিঙ্গি, হাফেজ নিশার আলি যিনি তিতুমীর নামে খ্যাত, বীরাপান্ডিয়া কাট্টাবোমান, আসফাকউল্লা খান, সৈয়দ আহমদ খান, লক্ষী বাঈ, মদন মোহন মালব্য, জওহরলাল নেহরু, বিপিনচন্দ্র পাল, মঙ্গল পান্ডে, মারুথু পান্ডিয়ার, ভি ও চিদাম্বরম পিল্লাই, লালা লাজপত রায়, শিবরাম রাজগুরু, আল্লুরি সিতারামারাজু, রামমোহন রায়, ঝলকারি বাঈ, নানা সাহেব, নিকুঞ্জ সেন, অতুলচন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সত্য গুপ্ত, বলাইলাল দাস মহাপাত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, হাজি ওসমান সইত, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভগৎ সিং, সর্দার অজিত সিং, উধাম সিং, সুখদেব থাপার, বাল গঙ্গাধর তিলক, তাতিয়া টোপি, প্রভুদয়াল বিদ্যার্থী, স্বামী বিবেকানন্দ, বাহাদুর শাহ জাফর, চুনিলাল ভাইদয়া, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ফকির মজনু শাহ, সিধু মরমু, কানু মুরমু, ফুলো মরমু, ঝানো মুরমু, ঝানো মুরমু, চাঁদ মুরমু, ভৈরব মুরমু, বিরসা মুন্ডা, তিলকা মুরমু (মাঝি)। (সৌজন্যেঃ উইকিপিডিয়া, গুগুল সার্চ, ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবীদের তালিকা)

জয় মা তাঁরা

গোপাল শাস্ত্রী

Mob. : 98323-25692 ( )

কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।

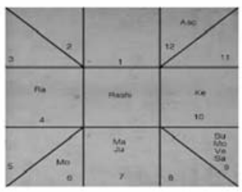

১০০% গ্যারান্টি

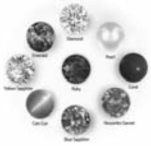

গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

চেম্বার ঃ "অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট" দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

দেশপ্রেম ও শ্রীঅরবিন্দ

অশোক রায়

(পন্ডিচেরীবাসী, শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী)

শ্রী অরবিন্দের জীবন যার বেশিরভাগই ছিল অর্ন্তলীন। তাঁর লেখা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ধন্য মানুষদের লেখা থেকে একটি ধারণা করা যায় যার প্রারম্ভ বাবু অরবিন্দ ঘোষ। ঋষি অরবিন্দ সবশেষে শ্রীঅরবিন্দ। এই তিনটি ভাগে তাঁকে একটুখানি গভীরভাবে দেখা যেতে পারে। এই শেষের নামটি আজ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু সূর্যের দিকে এক লহমার জন্যও তাকানো দুষ্কর। সেইরকমই এক অবতার পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর দেশ মাতৃকার প্রতি প্রেমের কথা তাঁর কাজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। তবুও সূর্যের দিকে অর্ধনিমীলিত চোখে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তিনি একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি প্রাক স্বাধীনতা যুগে দেশকে সজীব মাতৃ রুপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি রুপে বরন করে বন্দেমাতরমকে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা পড়লে বোঝা যায় দেশের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের প্রেম নানারুপে নানাভাবে প্রকাশিত। দু-একটি উদাহরন দেওয়ার চেষ্টা করছি। ১৯১৮ সালে গুজরাট থেকে আগত প্রথম সারির কয়েকজন বিপ্লবী ভক্তরা যখন প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন,' ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তা ভারতমাতা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উপযুক্ত সময়ে সেই কার্য সমাধান করার মানুষও এসে যাবে। ' তোমরা এখন নিজেদের সাধনায় মনোনিবেশ করো। আগামী স্বাধীন ভারতবর্ষে সারা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে নতুন আলো দেখানোর জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা একান্তই প্রয়োজন। তখন একজন বলে উঠলেন, বিগত দুবছর ঠিকভাবে রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারিনি কেবলই মনে হয়-- পরাধীন ভারতে যোগ সাধনা অন্তত আমার পক্ষে ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। উত্তরে বেশ কিছুক্ষন নীরব থাকার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করে বললেন,' তোমাকে যদি নিশ্চিত করা হয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তাহলে তোমার যোগসাধনায় অসুবিধাটি কোথায়। তখন সেই সাধক প্রশ্ন করলেন, আমাকে কে নিশ্চিত করবে? শ্রীঅরবিন্দ বললেন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে,' আগামীকাল যেমন সূর্য উঠবে ঠিক তেমনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে সেটাও ঠিক।'

আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ন কথা উল্লেখ করে লেখা শেষ করছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,' ইন্ডিয়া ইজ ফ্রী বাট হি হ্যাজ নট এচিভড ইউনিটি, অনলি এ ফীসারড এন্ড ব্রোকেন ফ্রীডম। দ্য পার্টিশন অফ কান্ট্রি মাস্ট গো।' একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ইন্ডিয়া তাঁর স্বাধীনতা নিয়ে কি করতে যাচ্ছে, বলশেভেজিম না গুন্ডারাজ। বিষয়টির পূর্বলক্ষন শুভ নয়। সবশেষে আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু আমরা কতটা স্বাধীন সেটা ভাবার সময় হয়ে গিয়েছে।

(লেখক শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী একজন পন্ডিচেরীবাসী)

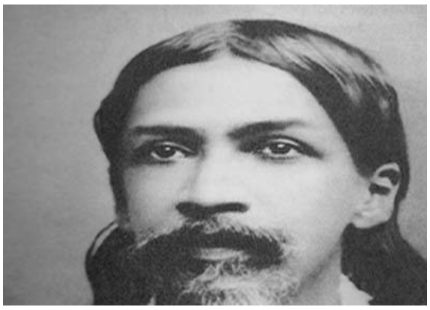

CA. GHANASHYAM MISHRA

F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)

Chartered Accountant

Partner

SAHA & MAJUMDER

Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের দশটি গুন

এক) একজন দেশপ্রেমিক সর্বদা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে,

দুই) দেশের স্বার্থকেই বড় করে দেখে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক,

তিন) রাষ্ট্রের সঙ্কটের সময় সবার আগে এগিয়ে আসে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক,

চার) সবসময় দেশের কল্যানের কথাই চিন্তা করেন একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক,

পাঁচ) নিজের দেশের ভুখন্ড এবং তার নাগরিকদের খুব ভালোবাসেন একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক,

ছয়) দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের আইন সবসময় মেনে চলেন এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন,

সাত) দেশপ্রেমিক নাগরিক অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন,

আট) সমস্তরকম কল্যানময় কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক,

নয়) দেশপ্রেমিক নাগরিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন,

দশ) দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সবসময় সচেষ্ট থাকেন একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক।

অনুগল্প

সমস্যা, ছিল না কিন্তু হল

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
(বিশিষ্ট সমাজসেবী)

শৈশবকালে সমস্যাটা ছিল না। কিশোর বয়সেও ছিল না। সমস্যা, স্কুল কলেজের দিনগুলোতেও ছিল না। চাকুরী জীবনে কোন সমস্যাই ছিল না। বিয়ের পরেও সমস্যা সে অর্থে ছিল না। মধ্যবয়সেও কিন্তু সমস্যার কিছুই ছিল না। অবসর গ্রহনের বছর চারেক পর, গরমকালে ফ্যান চলার জন্য সমস্যাটা সেভাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু শীতকালে সমস্যাটা গভীর থেকে গভীরতর হল। আমার ওনার নাসিকা গর্জনের কথা বলছিলাম। কখন যে ঘুমাচ্ছি আর কখন যে জাগছি হিসাব মেলাতেই পারছি না। এ এক কঠিন সমস্যা।

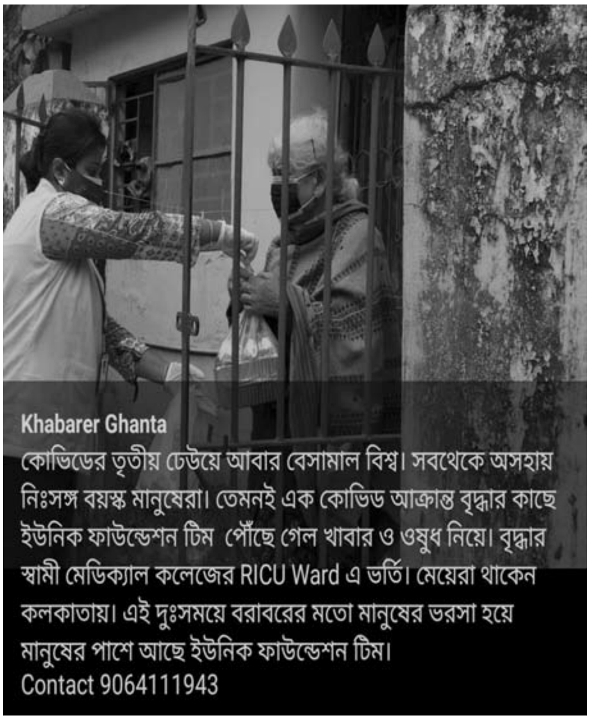

মৌলিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষকে টিকে থাকতে হলে এবং বিশ্বে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করতে হলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন , ভারতবর্ষের যুবকদের চিন্তা করতে শেখা-- সমস্ত বিষয়ের উপর চিন্তভাবনা করা, স্বাধীনভাবে, বিষয়ের গভীরে গিয়ে ফলপ্রসূ চিন্তা করা। বিষয়ের উপর ভাসা-ভাসা ধারণার বশবর্তী না হয়ে, বিনাবিচারে কোন সিদ্ধান্তে না এসে, তীক্ষ্ন তরবারি দিয়ে খন্ড খন্ড করার মত কুতর্ক ও পূর্ব সংস্কারকে খন্ড বিখন্ড করে, ভীমাঘাত করতে হবে সমস্ত কুসংস্কারপ্রসূত পশ্চাৎমুখীনতাকে। আমাদের মগজগুলি যেন ইউরোপীয় শিশুদের সরু একফালি কাপড়ে জড়িয়ে রাখার মতো, আর পটি বাঁধা অবস্থায় না থাকে। মস্তিস্কের গতিবিধি হোক দেবতাদের মতো মুক্ত ও অবাধ। তাদের মধ্যে কেবল সূক্ষতা থাকলেই হবে না, থাকতে হবে নিজের উপর সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব যা ভারতবষের প্রজ্ঞায় সহজাত । এবং এটা সহজেই পুনরুদ্ধার করতে পারে যদি এ নিজের শক্তিকে অনুভব করতে অভ্যস্ত হতে পারে এবং নিজের মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। পুরনো শৃঙ্খল থেকে যদি এ নিজেকে সম্পূর্নভাবে মুক্ত করতে না পারে, তাহলে এ অন্তত , শকটের সাথে বাঁধা শিশু কৃষ্ণের মতো উঠে দাঁড়াক, শকটের সাথে সমস্ত কিছু টানতে টানতে এগিয়ে চলুক, অগ্রগতির পথে চূর্ণবিচূর্ণ করুক দুটি মহীরুহ, আত্মসিদ্ধির পথে দুটি বাধা, অন্ধ মধ্যযুগীয় সংস্কার ও উদ্ধত আধুনিক অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার প্রসূত পশ্চাৎমুখীনতা। পুরনো অনড় ভিতটি আর নেই. ভেঙে গেছে, এক বিরাট অভ্যুথথান ও পরিবর্তনের জোয়ারে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। অতীতে আটকে থেকে কোন লাভ নেই, এটা ঠিক এক ভাসমান বরফের চাঁই এর উপর ভেসে থাকা। এটি শীঘ্রই গলে যাবে এবং ভাসন্ত শরণার্থীদের এক বিপদসঙ্কুল জলরাশির মধ্যে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য করবে। এক স্থবির জলাভূমির মত পুরনো ইউরোপীয় মতবাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের কোন লাভ নেই, এ যেন না সমুদ্র, না কোন উপযুক্ত শুষ্ক ভূমি। এক শোচনীয়, অপবিত্র মৃত্যুর কবলে আমাদের পড়তে হবে। অর্থাৎ কালগ্রাসে পতিত হতে হবে না, আমাদের অবশ্যই ভেসে থাকা শিখতে হবে। সেই শক্তি ব্যবহার করে আমাদের পৌঁছতে হবে অপরিবর্তনীয় সত্যের সুন্দর আধারে, অবশ্যই আমরা স্পর্শ করব যুগ যুগান্তরের সেই চিরন্তন শৈলশিখর।

অধিকন্তু আমরা যেন এলোমেলোভাবে বেছে এক নামহীন জগাখিচুরী তৈরি করে, বিজয় উল্লাসে না ঘোষণা করি, এটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পরের আত্মীকরন। অবশ্যই আমরা শুরু করব, কেবলমাত্র বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু, সেটা যে কোন উৎস থেকেই হোক না

কেন-- সত্য বলে স্বীকার না করে, সমস্ত বিষয়েই প্রশ্ন তুলে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়ে। এরকম ভীতির কোন কারণ নেই যে এইসব কার্যকলাপের ফলে আমাদের ভারতীয়ত্ব লোপ পাবে বা হিন্দুধর্মত্যাগী আখ্যা পাওয়ার বিপদে পড়ব। আমরা যদি সত্যিই নিজেদের জন্য চিন্তাভাবনা করি, ভারতবর্ষ থেকে কখনই ভারতীয়ত্ব লোপ পাবে না, হিন্দু ধর্ম থাকবে হিন্দধর্মেই। যদি আমরা ইউরোপকে আমাদের জন্য চিন্তা করার অনুমতি দিই একমাত্র তখনই ভারত বিপদে পড়বে, সে ভারত হবে অপটু হাতে তৈরি ইউরোপের এক নির্বোধ অনুকরন।

আমরা অবশ্যই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে শুরু করবো না, কিন্তু আমাদের কর্মের ধারা নির্ণয় করার আগে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। মৌলিক চিন্তবিদ হিসাবে আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে, কোন কিছুকেই সত্য বলে স্বীকার না করা, সমস্ত কিছুতেই সন্দেহ প্রকাশ করা। এর অর্থ নতুন বা পুরনো সমস্ত অপরীক্ষিত মতামত, কেবলমাত্র অভ্যাসগত মনের সকল সংস্কার বর্জন, পূর্ববর্তী ধারণার বশীভূত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে না আসা। বুদ্ধ বলেছিলেন, অনিত্যঃ সর্বসংস্কারঃ। এর সঙ্গে আমি ঠিক একমত কিনা আমি জানি না, কিছু কিছু সংস্কার আছে যা আমার মনে হয় , কিছু ধারণার মতোই চিরন্তন। স্বয়ং আত্মন জীবনকে চিরন্তন ও মূলগত বিচারের উপায় ছাড়া আর কি। অজ্ঞেয় এর ভিতরকার সমস্ত অস্তিত্বের আবশ্যকতা , নেতি , নেতি সুতরাং পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ঘোষণা করলেন আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই এবং চরম নাস্তিবাদে পৌঁছলেন , এক বন্ধ্যা এবং নির্বোধ সিদ্ধান্ত, যেহেতু নাস্তি নিজে এক সংস্কার মাত্র। তা সত্বেও এটা নিশ্চিত যে আমাদের অভ্যাসগত ধারণাগুলির এক বিশাল অংশ কেবলমাত্র ক্ষনস্থায়ীই নয়, সেই সাথে অসম্পূর্ন ও বিভ্রান্তিকর । অবশ্যই আমাদের এই অসম্পূর্নতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে এবং যা সত্য ও চিরস্থায়ী, তার পক্ষেই আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের ধারণাগুলির কোন কোনটি সত্য ও স্থায়ী , তা বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই সকলকে একইভাবে কঠোর ও পক্ষপাতহীন প্রশ্ন করে যেতে হবে।

(---শ্রীঅরবিন্দ, ১৯১২ সালের কাছাকাছি শ্রী অরবিন্দ এই বক্তব্য রেখেছিলেন)

বিশেষ রচনা

হে ভারতভূমি, তোমারে নমি

বাবলী রায় দেব

আর্যাবর্ত্ত। হিমালয়ের দক্ষিনে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ন ভূখন্ড। সেই ভূখন্ড জুড়ে ছিল আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষ। মনুসংহিতায় যার বর্ণনা এরূপ--

আসমুদ্র তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গিযোরার্যাবর্তং বিদুর্বধাঃ। অর্থাৎ পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিনে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খন্ড নিয়ে গঠিত আর্যাবর্তা ছিল এমন এক আশ্চর্য ভূখন্ড, যার তুলনা মেলা ভার এই পৃথিবীতে। বৃহত্তর ভারতবর্ষ ছিল সেই আর্যাবর্ত। ঐতিহাসিকদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতবর্ষে আসেন এবং এখানকার আদিম অধিবাসীদের অনার্য নামে আখ্যায়িত করে দূরে সরিয়ে দিয়ে এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যাকে আর্য্যবর্ত্ত নামে অভিহিত করা হয়।

ধন-মান, শৌর্যে, সম্পদশালী, সর্বাপেক্ষা অগ্রণী আর্যাবর্ত্তের মানুষ খুব নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতেন। সেখানকার ভূখন্ডের উর্বরতার কারণে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমেই পর্যাপ্ত পরিমান কৃষি পণ্য উৎপাদিত হতো। ফলে সেখানকার অধিবাসীরা শিল্প কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাচরন, সাহিত্যচর্চা এবং মননশীল চিন্তাধারার অফুরন্ত সময় এবং সুযোগ পেয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মৌর্য, গুপ্ত, কুষাণ প্রভৃতি সভ্যতার মধ্য দিয়ে।

সেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিকার ছিল না। বংশলোপ হতো না। অনর্থক উৎপাত ছিল না। ভাগীরথী গঙ্গার সুশীতল স্পর্শে পবিত্র ও সুন্দর আর্য-অনার্যদের বাসভূমি ছিল এই আর্যাবর্ত। পুণ্যবান জনেদের বাসভূমি সম্পদের আশ্রয়, সাধুলোকদের শোভন ব্যবহার, শিক্ষিত জনেদের প্রাচুর্যে স্বর্গতুল্য এই বাসভূমি এককথায় পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য।

কবি ত্রিবিক্রম ভট্টের বর্ণনায় ফুটে ওঠে আর্যাবর্ত্তের রুপচিত্রন। কবি সিংহাদিত্য নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর তিনটি অমর সংস্কৃত শিলালেখর নাম-- মদালসা চম্পু, নৌমারী এবং নলচম্পু। এই নলচম্পু কাব্যের প্রথম উচ্ছ্বাসের নাম হল আর্যাবর্তবর্ণনম। আর্যবর্তবর্ণনমের অর্থ-- আর্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যে স্থানে বারবার

GOD IS LOVE
CHRIST MISSION ASHRAM
HAPPY REPUBLIC DAY TO ALL
PHILADELPHIA PRESSBYTERIAN CHURCH
Shantinagar, Bowbajar, Post: Dabgram
Siliguri-734004,Dist.: Jalpaiguri,West Bengal
Mobile : 9733034987
Rev. Ranjan R Das

আবর্তিত হন, সেই স্থান হল আর্যাবর্ত। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ , স্বর্গের তুল্য অত্যন্ত মনোহর ও সমৃদ্ধ এই ভূখন্ড সম্পর্কে কবি ত্রিবিক্রম ভট্ট বলেছেন,--'কথংচাসৌ স্বর্গান্ন বিশিষ্যতে?'

কবির বর্ণনায় ফুটে ওঠে আর্যাবর্তের বিশিষ্টতা। সুউচ্চ বৃক্ষশোভিত জন্মস্থান, উদ্যান, বাটিকা, বিটপিতে পরিপূর্ণ আর্যাবর্তে সবই ছিল। ছিল না কেবল বিট-চেট অর্থাৎ লম্পট দুশ্চরিত্রের চিহ্ন। এখানকার নারীরা সতীব্রত করতেন। তারা ছিলেন নিষ্কলঙ্ক কুলবধূ। স্বর্গাপেক্ষাও বেশি সম্পদে সম্পদশালী আর্যাবর্তে ছিল ইন্দ্রতুল্য রাজার শাসন অথচ তিনি ইন্দ্রের মতো সুরাপানে আসক্ত ছিলেন না। সুরশ্রেষ্ঠ রাজার সুশাসনে মানুষ ছিলেন সুখী। আর্যাবর্তের স্বর্গরাজ্য সরগরম থাকতো ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে। বৈয়াকরণরা স্ফোটবাদতত্ব অর্থাৎ ব্যাকরণ আলোচনায় নিমগ্ন থাকতেন। এখানকার বাতাস সংগীতবাদ্যে মুখরিত হতো। জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা হতো কিন্তু গ্রহদোষের উপদ্রব ছিল না। বৃক্ষ, লতাগুল্মাদি এবং শস্য বেড়ে উঠতো অনায়াসে, সৃষ্টির উল্লাসে অনায়াসে। পর্বত- চারণভূমিতে ছিল পশুদের উল্লম্ফন। ছিল না তাতে গন্ডরোগের চিহ্ন। প্রজারা ফোঁড়াব্যাধিতে যন্ত্রণা পেতেন না।

রোগব্যাধিতে প্রাণক্ষয়ের আশঙ্কা ছিল না। মানুষ শতবর্ষ পরিমান পূর্ণ আয় নিয়ে বেঁচে থাকতেন। স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হতেন।

কবির লেখনীতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয় আর্যাবর্তের অপূর্ব রুপ বর্ণন। সমৃদ্ধ আর্যাবর্তের বর্ণনার সঙ্গে ফুটে ওঠে সেখানকার মানুষের জীবনচরিত্র এবং আর্যাবর্তের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

প্রানাধিক প্রিয় আর্যাবর্তের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মাধ্যমে ছিল হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত খাইবার পাস, জোজিলা পাস ও নাথুলা পাস সহ অন্যান্য গিরিপথগুলো। এই পথ ধরে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় আর্যাবর্তের এবং এই মাধ্যম ধরেই যুগে যুগে দুর্গম মরুপ্রান্তর থেকে এসেছে আর্য-গ্রীক, শক-তুর্কি, হুণ-পাঠান-মোঘলদের মতো দুর্বৃত্তরা। তারা মৈত্রী-স্থাপনের আগে চালিয়েছে যথেচ্ছ ধ্বংসলীলা। ভারত ভূখন্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার ও লুটতরাজ চালিয়ে ওইসব বিদেশী আক্রমনকারীর দল একদিকে যেমন অশান্তি ও অত্যাচারের বাতাবরন সৃষ্টি করেছে তেমনি করেছে প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতির ধ্বংসসাধন। অনাহূত বিদেশীদের আক্রমনে তছনছ হয়ে গেছে আর্যাবর্তের প্রাচীন ইতিহাস। হারিয়ে গেছে দলিল দস্তাবেজ।

দেশের সম্পদ লুঠ করে আজ তারা হয়েছে আমীর আর তাদের হাতে সব লুটিয়ে দিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারত আজ গরিব দেশ। কবিকে তাই খেদের সঙ্গে বলতে হয়-- মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়/ মাথায় তুলে নে রে ভাই,/দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের/ তার বেশি আর সাধ্য নাই।

আমার ঘরে আমি রাজা। সেই রাজত্বে কেউ ভাগ বসাতে এলে নিজ গৃহেই তখন পরবাসী হয়ে থাকতে হয়। প্রমান আমাদের মহাভারত। কৌরবরা ষড়যন্ত্র করে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় হারিয়ে

With Best Compliments From :

BIPUL SARKAR

METHIBARI , SALBARI
SILIGURI
DARJEELING
CELL :
9841822392/9734177888

পান্ডবদের বারো বছরের জন্য বনবাস এবং এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে পাঠায়। সেই সময় অঙ্গীকার করে, তেরো বছর পর পান্ডবরা ফিরে এলে তাদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ততদিন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করবে কৌরবরা। তেরো বছর পর পান্ডবরা ফিরে এলে কৌরবরা প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করে পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণ কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে রক্তপাত এড়ানোর জন্য শান্তিদূত হিসাবে দুর্যোধনের কাছে থেকে পান্ডবদের জন্য পুরো রাজ্যের বদলে পাঁচ পান্ডবের জন্য পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষে চান। কিন্তু দুর্যোধন এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে দম্ভের সঙ্গে বলেন, ‘ বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী !’অর্থাৎ একটি সুঁইয়ের অগ্রভাগে যে কণা পরিমান ভূমি রাখা যায় তাও পান্ডবদের দেওয়া হবে না যতক্ষন না তারা যুদ্ধ জয় করে সেটা অর্জন করছে। ঠিক তেমনি অতিথি দেব ভব জ্ঞানের বশবর্তী হয়ে অতিথিকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। প্রমান মহাভারতের শকুনী। ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে থেকে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মৃত্যুর কারণ ছিল তার কুপরামর্শ।

উভয় ক্ষেত্রে একটি কথাই প্রমান করে, বাইরের লোক ঘরের শান্তি বিঘ্নিত করে। এমনটাই হয়েছে মহাভারতের ভারতের। তবুও আমরা আমাদের শত্রুদের চিনতে পারিনি। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে হতে পারিনি ঐক্যবদ্ধ।

শত্রুকে ভালো বাসো , যীশুর বাণীকে শিরোধার্য করে বিদেশী সংস্কৃতিতে আপ্লুত হয়ে শত্রুকে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছি, ভুলে গেছি রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা। তার মূল্য চোকাতে হয়েছে বারংবার। বৈদেশিক আক্রমনে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে ভারতের পুণ্য ভূমি। আমরা তাদের শিকার হয়েছি, স্বীকার করেছি দাসত্ব। মহান হয়েছে তাদের ধ্বংসলীলা। মন মস্তিস্কে গেঁথে গেছে দাসত্বের শৃঙ্খল । সেই শৃঙ্খল নাগপাশের মতো মনমননকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই শতকেও। শত্রু-মিত্রের পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে রক্ষার পরিবর্তে স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে বেচে দিতেও পিছপা হই না।

ভারত সেই সুমিষ্ট ফলের গাছটির মতো, সেজন্যই বার বার বৈদেশিক আক্রমনের শিকার হয়েছে বলে তাদের পক্ষে রায় দেন যারা, তারা কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারেন না, সেদিন যে মনোবৃত্তি নিয়ে মামুদ, ঘুরি, খিলজীরা ভারতীয় মন্দিরগুলির ধ্বংস সাধন করে লুটপাট চালিয়েছিল সেই মনোবৃত্তির অস্তিত্ব এই শতকে বিন্দুমাত্র নেই। অথচ মজার কথা ভারতের ইতিহাস সেই ধ্বংস সাধকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নইলে জয়পালা, জয়চাঁদ, ললিতাদিত্য, রামলাল খোকরদের ছেড়ে ঘুরী, খিলজি, গজনী, বাবরদের দিন তারিখসহ বংশ পরিচয় মুখস্থ করতে হয়??

এখানেও সেই একই কথা বলতে হয়। দাসত্বের শৃঙ্খলে থেকে,

Happy Republic Day

অশোক চক্রবর্তী

(বিশ্ব পাওয়ার লিফটার জয়ী)

শিলিগুড়ি

Government of India
Ministry Of Youth Affairs & Sports
Department Of Sports
Academic and Activity Council Of National Sports University (NSU)
Honourable Member
Sri. Ashok Chakraborty
Member, Rani Laxmibai National Physical Education

আমরাও বিধর্মীদের মতো পরধনে বড়ো কাতর হয়ে পড়েছি। সঙ্গ দোষ যে বড়ো দোষ। নইলে নিজ দেশের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরার বদলে নিজে দেশের দুর্দশার কথা গর্ব সহকারে উচ্চারন করি কি করে??

সত্যই, বিচিত্র এই দেশ!

বিদেশীয়ানায় আচ্ছন্ন মস্তিস্ক সেলুকাসের ভাষায় এই কথাই বলে।

স্বাধীনতা সকলের খুব প্রিয়। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করতে সবাই চায় কিন্তু ভুলে যায় স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব। ইতিহাসে যুগধর্ম বলে একটা কথা আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আবার বলছি।

আমরা খুব কষ্ট করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। বৈদেশিক চক্রান্তে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভারত ভূখন্ড। নারকীয় যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন পূর্বপুরুষেরা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাঁরা আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন ভারত। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এই স্বাধীনতা, এই স্বাধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা আজ অতীত। তাঁদের কেউ বা বেঁচে আছেন ইতিহাসের পাতায় কেউ বা হারিয়ে গেছেন কালের অতলে। কিন্তু যে জন্য তাঁদের ওই আত্মবলিদান সেই বলিদানের যথার্থ সন্মান কি আমরা দিতে পেরেছি??

সময় এসেছে। বিভেদ বৈষম্য ভুলে, ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে মহান যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভারত ভূমির ঐতিহ্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমে ব্রতী হওয়া। তবেই হবে মহান সেই বীর-বিপ্লবী, রাজা-মহারাজের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন। বন্দেমাতরম।।

(লেখিকা বাবলী রায়দেবের বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে। তাঁর প্রথম উপন্যাস অ্যানি ফিরে যাও, তা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গত উত্তরবঙ্গ বই মেলায় বিশিষ্টজনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে রয়েছে গভীরতার ছাপ। তাঁর লেখা পড়েই বোঝা যায় তাঁর গবেষণাধর্মী মন সম্পর্কে। এই ধরনের লেখিকা আজকের দিনে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে)

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

প্রজাতন্ত্র

অশোক রায়
(পন্ডিচেরীবাসী)

১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষ প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষিত হয়েছিল। আজ ২০২২-- ৬৬ বছর পূর্ণ হলো - দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। ৭৫ বছর হলো। প্রজাশব্দের বিপরীতে খুব স্বভাবতই রাজা শব্দটি এসে পড়ে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতা তার মেরুদন্ড। প্রজাদের মতামত (ভোট) নির্ধারন করে কোন রাজনৈতিক পার্টির হাতে দেশের শাসনব্যবস্থা অন্য অর্থে উন্নয়ন ব্যবস্থা থাকবে।

একটি কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি -- যে প্রার্থী করজোড়ে আপনার বাড়ির দরজায় আপনার ভোট বা মত প্রার্থনা করছেন , উনি নির্বাচিত হয়ে গেলে আপনার অবস্থানটি সম্পূর্ন পাল্টে যাবে। কোন প্রয়োজন হলে তখন আপনাকে করজোড়ে সেই নির্বাচিত প্রার্থীর কাছে যেতে হবে । অবশ্যই সবাই একরকম নয়। সমীকরন দাঁড়ালো প্রজাতন্ত্রে প্রজার মতটি অর্থাৎ ভোট দানটি শুধু মাত্র মতদান পর্যন্ত। মহাভারতকে যদি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস হিসেবে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে, কালচক্রের নিয়মে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা ছিল। এটা খুব নগ্ন সত্য যে অতি সাধারণ মানুষ যে অবস্থায় ছিলো সেখানেই প্রায় রয়ে গেছে। শুধু বেশ ভূষার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ভারতবর্ষ বহুজাতিক , বহু ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র। কালচারের বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। কিন্তু মৌল অধিকার, খাদ্য , বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, মাথা গোঁজার ঠাঁই এগুলির কঙ্কালসার অবস্থা গ্রামান্তরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেলে বিকট রুপে দেখা যায়। এমনকি শহরেও মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন ব্যবস্থার জন্য প্রানপাত পরিশ্রমেও কুলায় না।

সেই ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। কত অবতার , মহাপুরুষ, ঋষি মুনিরা এসেছেন এবং তাঁদের সাধনলব্ধ জ্ঞান বিতরন করে গেছেন, কই আমাদের চেতনার বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কারণটি কি? আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে আজও উত্তর পেলাম না। সবশেষে একটি কথাই মনে হয়, রাজনীতি যতদিন প্রজানীতিতে পরিবর্তিত না হচ্ছে ততদিন অবস্থার পরিবর্তন খুব একটা হবে না।

এক সৈনিকের গল্প

সজল কুমার গুহ

জানুয়ারি মাস বিশেষ মাস অনেকের মতো আমার কাছেও। হঠাৎ করে পরিচয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সৈনিকের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরে। জন্ম মনিপুরে, প্রায় সত্তর বছর আগে। দুর্ভাগ্য ওর, মাত্র দেড় বছর বয়সে বাবা ও তিন বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। পিতৃমাতৃহীন বরখা গুরুং এর জীবন যুদ্ধ মনে হয় শুরু হয়ে যায়। আত্মীয়দের আর এক ভাই ও দুই বোনের সঙ্গে স্কুল জীবন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা অংশে যোগদান, মনিপুরে ১৯৭০ সালে। ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরোধ চলছিল সেই সময়। পরবর্তীতে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যোগদান সদ্য সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী মাত্র উনিশ বছরের তরতাজা যুবক বরখা গুরুংয়ের। পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে, কখনো উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই সেনাবাহিনীর হয়ে অবসর নেওয়ার পরও বসে থাকা নয়। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীতে যোগদান। নিষ্ঠা আনুগত্যের সঙ্গে প্রতিটি কার্য সম্পাদন। দেখতে দেখতে সময় কখন পেরিয়ে গেছে গুরুং জানেন না। বয়সের ভারে দীর্ঘ ৩৯ বছর তিন মাস পর সেবা নিবৃত্তি সৈনিক জীবন থেকে ২০০৯ সালে।

লড়াই এখন অন্য চলছে। স্ত্রী, তিন মেয়ে, জামাই ও নাতিনাতনি নিয়ে তাঁর সংসার। সৈনিক গুরুং ভাইয়ের আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ, ভারতীয়তা বোধ ও ভারতের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে ওর জানা বিষয় আমাকে অবাক করেছে । এবং আমি মনে করি যে কোনো মানুষকেই তা অবাক করবে। অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো এমন একজন ভালো মানুষকে। দেশের প্রতি বরখা গুরুংয়ের প্রেম, সত্যিই শ্রদ্ধা জানানোর মতো।

(লেখক সজল কুমার গুহ আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচেতনায় সমন্বয় ও মানবপ্রেম

ডঃ ইছামুদ্দিন সরকার

এবছর স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম জন্মতিথি। তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে আমি একটি বই লিখেছি। ৫০০ পৃষ্ঠার বই সেটি। কলকাতার রত্না প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজি, তাঁকে কেন্দ্র করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি অনেকদিন ধরে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচেতনায় সমন্বয় ও মানবপ্রেম বইটির বিষয়। যারা বিবেকানন্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তাদের বিষয়ও মেলে ধরা হয়েছে বইটিতে। ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সমাজবিদ, স্বামীজির ভাই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজির ভাই। দাদা স্বামীজিকে তিনি কিভাবে দেখেছেন , লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়েও মহেন্দ্রনাথ দত্ত বই লিখেছেন। সেখান থেকেও আমি উদ্ধৃতি নিয়েছি। মানুষের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ভালোবাসা, সেটাই আমি মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। ধর্ম কি, সমন্বয় কি স্বামীজি কিভাবে তার ব্যাখা মেলে ধরেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে আমার বইতে। স্বামজির চোখে ইসলামীয় সভ্যতাও মেলে ধরা হয়েছে। স্বামীজিকে নিয়ে আসলে গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। আমরা ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন পালন করি। অথচ তাঁকে গভীরভাবে বুঝবো না, তা হয় না। আজতো অনেকে বিবেকানন্দকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। বিবেকানন্দ আসলে মূল কথাই যেটা বলে গিয়েছেন, তা হলো ভালোবাসা। শিকাগোতেও তিনি বলে গিয়েছেন, ভালোবাসাকে তুমি লালনপালন করো। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পেলে বিশ্বে শান্তি বৃদ্ধি পাবে। মানুষে মানুষে বন্ধন জোরদার হবে।

স্বামীজি মাত্র ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। আমি শুধু ওনার জীবন দর্শন নিয়ে সত্যটা কি তা ধরার চেষ্টা করেছি। আমার বাড়িতে একটি বড় গোদরেজ আলমারি রয়েছে। সেই আলমারিতে স্বামীজির ওপর কয়েকশো বই রয়েছে। সেইসব বই আমি পড়েছি। তাছাড়া বেলুড়

মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিনেশ্বরে যাই। স্বামীজি নিয়ে পড়াশোনা করি অনেকদিন ধরে। আমি আসলে অনেকদিন আগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদা মা নিয়ে স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্ন দেখার পর স্থির করি, স্বামীজি নিয়ে বই প্রকাশ করবো। স্বামীজির ওপর এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি মা সারদার ওপর একটি বই লেখার প্রস্তুতি নেবো।

স্বামীজির ওপর ওই বইতে পঁচিশটি প্রবন্ধ রয়েছে। স্বামীজির ভাবনাতে স্বদেশপ্রীতি ও সাধারণ মানুষ নামে একটি বিষয়ও রয়েছে সেখানে। স্বামীজি তথা রাজনীতিকদের মতো রাজনীতি করেননি। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছোট থেকেই কার্যত স্বামীজির ভাবশিষ্য হয়ে পড়েছিলেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হয়ে ওঠার পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট অবদান ছিলো। স্বামীজি কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। মাকে যেমন মানুষ যেভাবে ভালোবাসে, ঠিক সেভাবে দেশকে ভালোবাসতে হবে। স্বামীজি এমনটাই চেয়েছিলেন। যুব সমাজের মধ্যে স্বামীজি চেয়েছিলেন সৎ চরিত্রবান মানুষ। দেশ যখন বিদেশীদের কবলে ছিল, সেই কবল থেকে মুক্ত হতে হলে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আর যুব সমাজের সম্পত্তি হলো চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা। স্বামীজি সেইভাবেই যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন বারবার। স্বামীজি চেয়েছিলেন মানুষের সবার মধ্যে একটা সংগঠন। রাজনীতির মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভেদ হোক স্বামীজি এমন কিছু চাননি। মহামারী প্লেগের সময়ও স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে মানুষের সেবায় কাজে নামেন। সমাজসেবা কাকে বলে তা স্বামীজি দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবন আচরনের মধ্যে দিয়ে স্বামীজি বহু দর্শন , আলো দেখিয়ে গিয়েছেন।

আজকের দিন আমরা জাত ব্যবস্থা দেখছি, ভেদাভেদ দেখছি, স্বামীজি কিন্তু এসব চাননি। আমরা আজ কতটুকু স্বামীজিকে নিয়ে পড়াশোনা করছি? পরাধীন ভারতে দেশ প্রেম জাগ্রত করতে মূল চালিকা শক্তি ছিলেন স্বামীজি। স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু যুবক সেই সময় দেশ প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ আমরা ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন পালন করি। কিন্তু দেশ প্রেম জাগ্রত করতে স্বামীজির দর্শন কতটা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?

স্বামীজি ছিলেন পরিব্রাজক। হেঁটে হেঁটে তিনি ভারত ভ্রমন করেছেন। মানুষের দুঃখ বোঝার তিনি চেষ্টা করেছেন বারবার।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস

সজল কুমার গুহ

দেশ ভক্ত বা দেশ ভক্তি পবিত্র এই শব্দগুলোর মধ্যে জড়িয়ে আছে আবেগ , আনুগত্য, নিষ্ঠা, সততা, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি। যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা পরাক্রম বীরত্ব বলিদানের দৌলতে পাওয়া ভারতের স্বাধীনতা, শুরুতে তাদের জানাই শতকোটি প্রণাম। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরও আমরা তাদের প্রতি যোগ্য সন্মান দেখাতে পারিনি। পরিবর্তে আমরা কেউ বা কারা কখনোসখনো তাদের অপমান করি, এরচেয়ে অকৃতজ্ঞতার আর কি হতেপারে? আগস্ট বা অন্য অনেক মাসের মতো ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি মাসও পবিত্র নানা কারনে। জানুয়ারির প্রথম দিনটি হচ্ছে বিশ্ব পরিবার দিবস, সত্যিই এই পৃথিবীটা একটা পরিবার, বিরাট বিশাল। পয়লা জানুয়ারি বিশেষ করে হিন্দু তথা বাঙালিদের কাছে একটা বিশেষ দিন, ১৮৮৬সালের পয়লা জানুয়ারি শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ কল্প তরু রুপে ধরা দিয়ে পরম ভক্ত গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন , তোমাদের চৈতন্য হোক'। আজো কি হয়েছে আমাদের প্রকৃত চৈতন্য সার্বিকভাবে?

এই জানুয়ারি মাসেই জন্ম বিলে মানে নরেন্দ্রনাথ আরও পরিস্কার করে বললে বলতে হয় শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের আদরের নরেন, আমাদের প্রিয় স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দের। ভারত পথিক তিনি, চযে বেড়িয়েছেন সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অনেক জায়গা, জয় করেছেন দেশিবিদেশী ধনী দরিদ্র অসহায় নিপীড়িত বহু মানুষের হৃদয়। যিনি গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে এক লহমায় আমেরিকার শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সভায় ' আমেরিকার ভাই ও বোনেরা' বলে সারা বিশ্বের বিদগ্ধ পন্ডিতদের মন জয় করলেন ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। শ্রীমৎ ভাগবত গীতার কয়েকটি শ্লোক উচ্চারন ও ব্যাখা অন্য নয়টি ধর্মের প্রতিনিধিদের চমকে দিলেন মা সারদার স্নেহধন্য নরেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ। আজো আমরা তাঁকে স্মরণ মনন করে চলতে পারিনি। সেইভাবে যদিও সেই সময় সাধারণ মানুষের চিন্তভাবনা বিচার বুদ্ধির কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছিল তার তেজদীপ্ত কথা, তাঁর বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ আকর্ষনীয় ছিল অনেকের কাছে। ভারত মায়ের কৃতি সন্তান, ঠাকুর ও মা সারদার স্নেহধন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত একজন দেশভক্ত। শতকোটি প্রণাম তার চরনে।

জানুয়ারি মাসে আর এক কৃতি সন্তানের জন্ম হয়। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি, পিতা জানকী নাথ বসু ও মা প্রভাবতী দেবীর ঘর আলো করে কটকে। আলালের ঘরের দুলাল না হয়ে উঠলেন একজন প্রকৃত প্রতিবাদী, গর্জে উঠলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। ভারতীয়দের প্রতি কূট বর্বর ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে নেমে পড়েন বলা যায় সম্মুখ সমরে। তখনকার দিনের আইসিএস হয়ে মহা আরামে জীবন কাটাতে পারতেন, কিন্তু সেই ধাতুতে গড়া নয় যে সুভাষ চন্দ্র বসু। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ শাসকের অন্যায় অবিচার তথা অপশাসন তার মনকে আরও কঠোর কঠিন করে তোলে, জেদ বেড়ে যায় এই অন্যায়কারী ও তথাকথিত বিদেশীদের হাত থেকে ভারত মাতাকে উদ্ধার করতে।

সুভাষ চন্দ্র বলেছিলেন যে ব্রিটিশদের লড়াই ভারতে থেকে নয়, বাইরে থেকে করতে। উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশদের জবরদখল করা সিংহাসন টলতে শুরু করে বীর বিপ্লবী সুভাষের নেতৃত্বে। ওরা পালাতে পারলে বাঁচে এবং পালিয়েছেও চিরতরে ভারত থেকে। কৃতিত্ব নিতে চায় তথাকথিত অহিংসার পূজারী ও কিছু চক্রান্তকারী ক্ষমতালোভীর দল, করলোও তাই। বীর সুভাষকে আড়াল করে ক্ষমতা দখল করলো অনায়াসে, হায়রে ভাগ্য ! বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। কি হওয়ার ছিল, আর কি হলো। আগামী ইতিহাস ওই সব পাপীদের ক্ষমা করবে না বলে বিশ্বাস।

২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। আড়াই বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পনের আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রজাতন্ত্র দিবস একটা নতুন পালক সংযোজিত হলো। ভারতের সংবিধান কার্যকর হলো। মানুষের অধিকার তথা দায়িত্ব কর্তব্য পালনের একটা দলিল সৃষ্টি হলো। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে একই ছাতার তলায় থাকার অঙ্গীকার হলো, বিভেদের মাঝে মিলন মহান নীতি প্রবর্তিত হলো এই গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে।

এই মাসেই জন্মেছিলেন ,২৫/১/১৮২৪, বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূধন দত্ত। তাঁর বর্ণময় জীবন কিছুটা হলেও আমাদের জানা। অমৃতাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, বাংলা ভাষা মায়ের কৃতি সন্তান তাঁর অমোঘ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককূলের অন্যতম ভীষন প্রিয় লেখক ও কবি। পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহধন্য হয়ে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটান।

এমাসেই জন্মেছিলেন পল্লী কবি জসীমউদ্দিন যার সৃষ্টি এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষের প্রানের কবি। আবার প্রায় ১৫০০ গল্প, ২৫০টি উপন্যাস, রবীন্দ্র সম্মান, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপ, পদ্মশ্রী ইত্যাদি সম্মানে ভূষিতা সাহিত্যিক ওপন্যাসিক আশাপূর্নাদেবীর জন্ম জানুয়ারির এক পবিত্র দিনে। আবার বিপ্লবী মাস্টারদার (সূর্য সেন) চলে যাওয়া ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪, বর্বর ইংরেজ শাসকের অত্যাচারে ফাঁসির মঞ্চে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের

নায়ক মাস্টারদা জন্মেছিলেন ২২ মার্চ ১৮৯৪ পিতা রাজমনি ও মাতা শশিবালীদেবীর ঘর আলো করে। অস্ত্রাগার লুন্ঠন ছাড়া আরও কয়েকটি ব্রিটিশ বিরোধী কাজ করেন কখনো প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও আরও বিপ্লবীদের নিয়ে।

জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে চলে গেছেন পরবারে ভারতের আর এক কৃতি সন্তান প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয়। উত্তর প্রদেশের অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম, প্রধান মন্ত্রী হয়েও সাধারনভাবে জীবনযাপন করতেন। যদিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে আজও। জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে জন্মেছিলেন ভারতের এক বিশিষ্ট নেতা লালা লাজপথ রায়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত থাকা মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে গুলি বিদ্ধ হয়ে পরলোকগমন করেন দিল্লী রাজঘাটে। এমনি অনেক ঘটনা অঘটন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে। এই মাসে জন্ম যেমন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ রয়েছেন তেমনই বিপ্লবী, নেতা, লেখক , সাহিত্যিক ইত্যাদি রয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, অসহায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তি, ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরন, মানুষের মনের চেতনা বোধ ইত্যাদি জাগাতে চেষ্টা করেছেন অক্লান্তভাবে। দেশের মুক্তি, মঙ্গল, শিক্ষা , সংস্কার ইত্যাদিতে যোগদান করেছেন। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান না হলে দেশ স্বাধীন হতো না, আমরা সবদিক দিয়ে সাফল্যের উচ্চতায় উঠতে পারতাম না। এটা একশত শতাংশ সত্যি, তাই আমাদের উচিত তাদের জীবন কর্ম দর্শন ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদির কথা মাথায় নিয়ে চলি। সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশ দশের কল্যানে ব্রতী হই। শত কোটি প্রণাম ভারত মায়ের কৃতি সন্তানদের চরনে।

(লেখক আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক, তার বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে)

দেশ প্রেমের ভাবনায়

শ্যামল সরকার

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। প্রথমেই বলে রাখি এবারে আমাদের শিলিগুড়ি সেভক রোড দুই মাইলস্থিত জ্যোতিনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির আশ্রমে স্বামীজির জন্মদিন সেভাবে পালিত হচ্ছে না। কারণ করোনার তৃতীয় ঢেউ। ভিড় থেকে করোনার সংক্রমন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য অনেক কর্মসূচি বাতিল করা হয়। ১২ জানুয়ারি সোসাইটির আশ্রম চত্বরে স্বামীজির জন্মদিনে পুজো অনুষ্ঠান হয়। ভক্তরা নাট মন্দিরের বাইরে থেকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজিকে প্রনাম করেন। মাস্ক ছাড়া কাওকে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তবে ২৫শে জানুয়ারি স্বামীজির তিথি পুজো রয়েছে। সেদিন কিছু অনুষ্ঠান হবে করোনা বিধি মেনেই। সেই অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে স্বামীজি শ্রীমৎ মহা তপানন্দজী উপস্থিত থাকার কথা।

দেশ প্রেম নিয়ে যে কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলবো, দেশকে ভালোবাসতে হলে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দকে ভালোবাসতে হবে। আমাদের যুব সমাজকে স্বামীজির জীবন ও আদর্শ অনুসরন করতে হবে। যুব সমাজ স্বামীজিকে অনুসরন করলেই দেশের অনেক মঙ্গল হবে। স্বামীজির জন্মদিন ১২ জানুয়ারি সেই কারনে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়ে আসছে। আজ আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যুব সমাজকে স্বামীজির আদর্শ যেমন অনুসরন করতে হবে তেমনই নেতাজির দেশপ্রেমকে অনুসরন করতে হবে। স্বামীজি, নেতাজি দেশের জন্য সবসময় চিন্তা করে গিয়েছেন। তারা দেশের জন্য এবং মানুষের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই কারনে তারা সাধারণ মানুষ নন। আমাদেরকে সেই সব মনিষীদের বারবার স্মরন করলে অনেক উন্নতি হবে সমাজের। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি রইলো সাধারণতন্ত্র দিবসের আরও অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি সেভক রোডের দুই মাইল জ্যোতিনগর স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন কর্মকর্তা এবং সমাজসেবী)

তোমাদের স্মরি

সজল কুমার গুহ
শিবমন্দির

তিনি মহিয়সী মায়ের গর্ভজাত মধু-বিলে-সুভাষ,
ভাষা-ধর্ম-স্বাধীনতা তত্বের দিলো নতুন আভাষ।
ভাষা-ধর্ম ত্যাগ করেও মধু এলেন ফিরে বঙ্গে,
অক্ষর পিতার স্নেহে জীবন শুরু, সনেট নিয়ে সঙ্গে।
ভ্রাতা-ভগিনী--সম্বোধনে স্বামীজি করল বিশ্ব জয়
ঠাকুর-মার পূর্ণ আশীর্বাদ রয়েছে তার কি ভয়?
'--রক্ত দাও, তোমাদের স্বাধীনতা দেব' এই ছিল সুভাষের মন্ত্র,
লক্ষ্যে তাঁর পড়ল বাধা, বিশ্বাসীরাই করল সে ষড়যন্ত্র।
মধুসূদন-স্বামীজি-সুভাষ তোমরাই মোদের আদর্শ ও গর্ব
শত বাধায় প্রতিষ্ঠা তোমাদের হবে না আর খর্ব।

প্রজাতন্ত্র দিবস

অর্পিতা দে সরকার
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

করোনার দাপটে এগিয়ে এল আরও একটি প্রজাতন্ত্র দিবস।
আমরা গর্বিত আমরা ভারতবাসী
কত রক্তের বিনিময়ে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন
কত মায়ের কোল উজাড় করা রক্তের বিনিময়ে
ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন।
একদল দেশ স্বাধীন করল তাদের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে
আর এক দল তাদের ঘাড়ে দেশের পতাকার মান
রক্ষার দায়িত্ব তুলে নিল
স্বাধীনতার সফলতার প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্বকর্তব্য পালনে
সকলের অন্তরে বিশ্বাস, স্মৃতিগুলো রয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে।
স্বাধীনতা আমাদের রক্তে, স্বাধীনতা আমাদের প্রানে
জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাই এক
আমাদের পরিচয় আমরা ভারতীয়
সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা
তবে অবশ্যই করোনার মতো গুরুতর সমস্যাকে
আমাদের সমবেতভাবে হারাতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পশ্চিমে

গনেশ বিশ্বাস
(অটো চালক, শিবমন্দির)

ছোট বেলা থেকে শুনে এসেছি
জানি না সম্ভব কিনা
তুমি আসবে নেতার বেশে
শুনে শুনে বুড়ো হয়ে এলাম।
ভারত স্বাধীনতা লাভের পশ্চিমে
আমরা স্বস্তি কোথায় পেলাম
সুভাষ চন্দ্র বসুহীন, খন্ড ভারত পেলাম
দুই খন্ডে দ্বন্দ জিইয়ে রাখলাম।
১৯৪৫ সালে অসম্ভব তোমার বিনাশ
প্রমান পেয়েছি আমরা বহু বার
অজ্ঞাতবাসে কেন গেলে তুমি
ভারতবাসীর জানার আছে অধিকার
দুঃখেরকথা কি বলবো আর
তোমার বিশ্বখ্যাত বেতার ভাষন শুনে

কবিতা

আজও উদ্দীপনা আসে ভারতবাসীর মনে
ভারতবাসী ভুলতে পারবে না তোমাকে।
রেখেছো সযতনে হৃদয় মাঝে
গোপনে তোমার বিদেশ অভিমুখী
তিন মাস কেটেছে কত কষ্টে ডুবোজাহাজে
তবুও হার না-মেনে পৌঁছেছেন লক্ষ্যে।
তোমার নেতৃত্বে বিদেশের মাটিতে
আজাদ হিন্দ ফৌজের রণকৌশলে
ব্রিটিশ বিরোধী রণহুঙ্কার শুনে
ভয় ভিত ব্রিটিশ ভারত ছাড়ে
সুভাষ কেন অজ্ঞাতবাসে রয়ে গেল
কারণ কি,এত বছর কেটে গেল?

দেশপ্রেমের ওপর স্বরচিত সঙ্গীত

দেশ প্রেম

কথা ও সুর বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

ইয়ে ভারত মা
সবকা প্যায়ারা হামারা মা
মা হি হামারা জনমদাতা
মা-হি হামার করমদাতা
ইয়ে ভারত মা---
ইয়ে ধরতী হ্যায় ইয়ে আসমান
হামলোগ ব্যাহেতি হ্যায় ভাসমান
জিস দেশমে গঙ্গা বেহেতি হ্যায়
সব বীরকা বীর জওয়ান হ্যায়
ইয়ে ভারত মা
বন বন ভাটকতা বীর জওয়ান
উচে পর্বতমে ভি জওয়ান
অর কিতনে বীর শহিদ হুয়ে
অর মা হামারা জাগতি ব্যাহে
ইয়ে ভারত মা

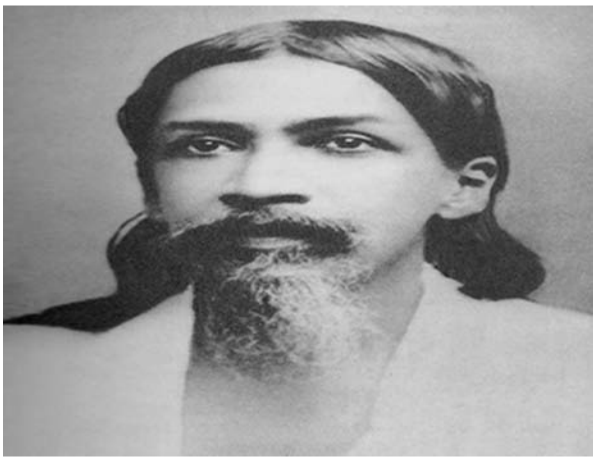

দেশ প্রেম

কথা ও সুর বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

আসবো আবার নতুন করে
দেখবো আবার স্বপ্ন
ভারত আমার ভারত তোমার
নেতাজি আমার গর্ব।
প্রানহীন এই ভারত মাতা
ভালোবাসে না কেউ,
কেউ ডাকে না মা বলে
আর কেউ দেয় না সাড়া,
আসবো আবার----
লক্ষী মায়ের কত সন্তান আজ--
পায় না সেই সম্মান,
এখনো শোনায় লাল দুর্গের
কান্নার আর যন্ত্রনা
চলে গেলো সেই বীর ক্ষুদিরাম
বিনয় বাদল দীনেশ,
আসলো আবার নতুন ভারত
কোথায় গেলো স্বপ্ন
আসবো আবার------

খবরের ঘন্টা

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা

মৃনাল পাল

সকলকে দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা। বর্তমানে আমাদের দেশ এক ভীষন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। শুধু আমাদের দেশ নয়, গোটা বিশ্ব আজ লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে। সেই লড়াই হলো করোনার বিরুদ্ধে লড়াই। বিগত দুবছর ধরে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে করোনা নিয়ে। ব্যবসাবাণিজ্য সঙ্কটে। বহু মানুষ করোনায় মারা গিয়েছেন। অনেক মানুষ অসুস্থ হয়েছেন। অনেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বলবো, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। এখন বেশি বেশি করে প্রয়োজন দেশ প্রেম। যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আর নিজেদের মাস্ক পড়ে থাকতে হবে। মেনে চলতে হবে দূরত্ববিধি। আর সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে। কেননা করোনা এখনও বিদায় নেয়নি। এখন চলছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার। তিনি একজন শিল্পোদ্যোগী)

শুভেচ্ছা

সঞ্জীব শিকদার

আবার আমরা আর একটি সাধারণতন্ত্র দিবসের সামনে। অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো। কিন্তু কি উন্নতি হয়েছে দেশের? এখনও কি সকলের জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে? দেশে এখনও বহু মানুষ ফুটপথে পড়ে থাকেন। কেন তা হবে? তবে তা কিসের সাধারণতন্ত্র দিবস। যাই হোক এখন সেসব নিয়ে আলোচনা নয়। যেহেতু এখন করোনা চলছে। সবাই করোনা সচেতনতা মেনে চলুন। সবাই ভালো থাকুন, এ কথাই বেশি করে বলবো এই সময়।

(লেখক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক)

#বয়স_কম_ভোটে_জয়ী_হলে_মানুষের_জন্য_বেশি
#পরিশ্রম_করতে_পারবেন_তিনি_৩৭_নম্বরে
#ভোট_প্রচারে_বলছেন_বিজেপি_প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ - তাঁর বয়স কম,মাত্র ৩৫। ফলে ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট মেরামত থেকে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান কিংবা জোড়াপানি নদী বাঁচানোর চেষ্টা সবেতেই তিনি দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে পারবেন। ঘোঘোমালি এলাকার ওই ওয়ার্ডের মানুষের আপদে বিপদে সবসময় পাশে থাকতে পারবেন।ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমন সব কথাই বলছেন শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী অমৃত পোদ্দার। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই চলছে তাঁর ভোট প্রচার। তিনি বলছেন, আমরা বেশি সংখ্যক মানুষ নিয়ে জমায়েত করছি না। অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছি।ভোটে জয়ী হলে ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশী, জঞ্জাল অপসারন প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি যাতে মানুষ ঠিকঠাকভাবে পায় সেদিকে তিনি নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রতিবেদন

ভোট ভোট ভোট

(শিলিগুড়িতে এখন চলছে পুরভোটের প্রস্তুতি। ২২ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে পুর ভোট। এই ভোট নিয়ে কিছু প্রতিবেদন মেলে ধরা হলো)

ভোটে জয়ী হলে স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখেই সবসময় কাজ করতে চান ৪১ নম্বরের কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বছরের ৩৬৫ দিনই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি গরিব মানুষের সঙ্গে থাকেন। স্বামীজির ভাব যুব সমাজের মধ্যে তিনি সবসময় ছড়িয়ে চলেছেন। স্বামীজিকে শুধু ১২ জানুয়ারি তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করেন না, প্রতিদিন স্বামীজিকে সঙ্গে রাখেন। আর আগামী ২২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি পুরসভার নির্বাচনে তিনি শিলিগুড়ি পুরসভার ৪১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হলে স্বামীজির আদর্শকে সামনেরেখেই আরও বেশি করে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান। শিলিগুড়ি পুরসভার ৪১ নম্বরে এবার কংগ্রেস প্রার্থী কমল মজুমদার এমন কথাই বলছেন ভোটের প্রচারে বেরিয়ে। কমলবাবু বলছেন, সেভক রোডের পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এই ওয়ার্ডে বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু সবাই ঈশ্বরের সন্তান এই মনোভাব নিয়ে জাতিধর্ম এবং ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলের পাশে তিনি থাকতে চান সবসময়। শিলিগুড়ি সেভক রোড লাগোয়া দুই মাইল জ্যোতিনগরস্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন কর্মকর্তাও কমলবাবু। রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবকে নিজের ভেতরে রেখে দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকা এবং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি নজরে দেবেন বলে কমলবাবু জানিয়েছেন। ওয়ার্ডের সমস্ত মানুষ তাঁর হাতকে শক্ত করলে তিনিও ওয়ার্ডের সব দাবি অভাব অভিযোগ পুর প্রশাসনের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো সমাধানে প্রানপন প্রয়াস চালাবেন।

ভোটে জয়ী হলে ওয়ার্ডে বিনামূল্যে এম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চান বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তিনি হাইস্কুলে অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। অঙ্ক তিনি ভালোবাসেন। ভোটে জয়ী হলে যাঁরা অঙ্কে কাঁচা তাদের অঙ্ক শেখানোর জন্য বিশেষ কোচিং সেন্টার তিনি খুলতে চান। তাছাড়া দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ডে তিনটি বিনা পয়সার কোচিং সেন্টার খুলতে চান তিনি। ভোটে জয়ী হলে ওয়ার্ডবাসীদের জন্য বিনা পয়সায় এম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া, প্রতি মাসে ওয়ার্ডবাসীদের জন্য বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির বসানো, বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা দেওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করতে চাইছেন তিনি। ভোট প্রার্থী হয়ে ভোটারদের কাছে এমনই সব আশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী নিত্যানন্দ পাল। শিলিগুড়ি কুন্ডুপুকুর মাঠের কাছে বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষকের। বিগত দিনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন, করোনা লকডাউনের সময় বহু বাড়িতে রান্না করা খাবার বিলি সহ আরও অনেক মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি পালনের কথাও তিনি জানাচ্ছেন।

প্রতিবেদন

সবুজায়ন থেকে সুস্থ সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্র চর্চার প্রসারে অনন্য নজির তৈরি করে এবার ৪৬ নম্বরে ভোট প্রার্থী দিলীপ বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এলাকায় বৃক্ষরোপন থেকে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক প্রদান, কম্বল বিতরন, কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব পিতামাতাকে সাহায্য করা সবেতেই সামজসেবী হিসাবে তাঁর সুনাম রয়েছে। উত্তরের অভিযান নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এলাকায় নিয়মিত সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে বহু মানুষের বহু আব্দার থাকে। ব্যক্তিগতভাবে সেসব আব্দার মিটিয়েও চলেছেন। কিন্তু সেই আব্দার যাতে সবসময় আরও বেশি বেশি মেটাতে পারেন সেজন্য তিনি জনপ্রতিনিধি বা কাউন্সিলর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। আর সেই কারনে ২২ জানুয়ারির পুর ভোটে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি সকলের কাছে দুহাত তুলে আশীর্বাদ চাইছেন। শিলিগুড়ি পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ বর্মন এখন ব্যস্ত ভোট প্রচারে। ভোট প্রচারের ফাঁকেই তিনি জানালেন, ভোটে জয়ী হলে ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা করা, নদীগুলোর সমস্যার দিকে নজর দেওয়া ,পানীয় জল, জঞ্জাল অপসারন প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি প্রয়াস নেবেন। ভোটের আগে ব্যক্তিগতভাবে বহু বছর ধরেই মানুষের পাশে থেকেছেন। ভোটে জয়ী হলে আরও বেশি করে ওয়ার্ডবাসীর সমস্যা সমাধানই তাঁর প্রধান ধ্যানজ্ঞান বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ওয়ার্ডের মানুষ পানীয় জলের জন্য যাতে কখনোই অসুবিধায় না পড়েন তার দিকে তিনি নজর দেবেন। ওয়ার্ডকে সবুজায়ন করা, দূষন মুক্ত পরিবেশ তৈরিও তাঁর বিরাট লক্ষ্য। মাল্লাগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের দূষন সমস্যা সমাধানেও তিনি ব্রতী হবেন। চম্পাসারি ও তার আশপাশের বিস্তীর্ন এলাকা নিয়ে ওই ওয়ার্ডের অবস্থান। এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দিলীপবাবুর উদ্যোগে টানা সাতদিন ধরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়ে আসছে যা ইতিমধ্যে একটি বিরল নজির সৃষ্টি করেছে সংস্কৃতি মনস্ক মানুষের মনে। তাঁর বক্তব্য, পিছিয়ে পড়া শিলিগুড়িকে এগিয়ে দেওয়ার স্বার্থে এবার শিলিগুড়ি পুরসভায় অবশ্যই তৃণমূলের বোর্ড চাই। শিলিগুড়ির সব মানুষকে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া এলাকায় সৌন্দর্যায়নে বেশি করে মনোনিবেশ করতে চান এই দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় গোপাল মোড় ও তার আশপাশের এলাকা নিয়ে অবস্থান ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের। বিগত দিনে সেই ওয়ার্ডের অনেক সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। আগামীতে সৌন্দর্যায়নের ইচ্ছে রয়েছে তাদের। এনজেপি স্টেশনে নামার পর দেশবিদেশের পর্যটকরা সেই ওয়ার্ডের ওপর দিয়েই পাহাড়ে যাতায়াত করেন। সেই দিকে তাকিয়ে আগামীদিনে তাঁরা এলাকায় একটি সুলভ শৌচালয় নির্মানের কথা ভাবছেন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে ওয়ার্ডের আরও সৌন্দর্যায়নে তাঁরা নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর স্বপন দাস। বিগত দিনে দশ বছর স্বপনবাবু সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। এবার ওয়ার্ডটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়াতে তাঁর স্ত্রী সাথি দাস সেখানে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন। স্বপনবাবু বলেন, বিগত দিনে অনেক উন্নয়ন কাজ হয়েছে এলাকায়, আগামী দিনে আরও অনেক উন্নয়ন কাজ করতে চান তাঁরা। রাস্তাঘাট থেকে নিকাশী সামগ্রিকভাবে ওয়ার্ডের উন্নয়ন। স্বপনবাবুর স্ত্রী সাথি দাস বলেন, ভোটে জয়ী হলে তিনি তাঁর স্বামীর পরামর্শ মেনেই সব কাজ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিশেষ করে মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেসব কাজ করেছেন সেই দিকে তাকিয়েই তিনি কাজ করতে চান। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি প্রচার করবেন। এখন চলছে তাদের প্রচারের কাজ। ভালোই সাড়া পাচ্ছেন বলে তাঁরা জানালেন। স্বামী সংসার সামলে দেশ ও সমাজের কাজে তিনি এবার বেশি করে মনোনিবেশ করতে চান বলে সাথিদেবী জানালেন। আর এজন্য তিনি ওয়ার্ডবাসীর আশীর্বাদ চান।

ওয়ার্ডে নেশাগ্রস্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে চান বিজেপি প্রার্থী পার্থ বৈদ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ওয়ার্ডকে নেশা মুক্ত করার জন্য ওয়ার্ডে নেশাগ্রস্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে চান বিজেপি প্রার্থী পার্থ বৈদ্য। এই পুর ভোটে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন পার্থ বৈদ্য। ওয়ার্ডের ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করে ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিনা পয়সায় কোচিং সেন্টারও খুলতে চান তিনি। তার সঙ্গে চালু করতে চান কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার পার্থ বৈদ্য আরও জানিয়েছেন, ওয়ার্ডে বহু ছেলেমেয়ে বি এ পাশ করে টোটো চালাচ্ছে। কোনও কর্মসংস্থান নেই। অনেকেই ঘরে বেকার হয়ে বসে রয়েছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের কিছু উদ্যোগ গ্রহন করবেন তিনি। শিলিগুড়ি পুরসভার শান্তিনগর, পাইপ লাইনের আশপাশ দিয়ে এরকম নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোট প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। তিনি জানাচ্ছেন, এলাকায় পানীয় জলের অনেক সমস্যা সমাধান ছাড়াও নিকাশী ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারন সহ বিভিন্ন বিষয়ে নজর দেবেন তিনি। ওয়ার্ডের মানুষ সবসময় তাঁকে কাছে পাবেন। তিনি ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা।

দেশপ্রেমের ভাবনায়

নির্মল কুমার পাল

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। সেটা হলো করোনা। দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর যখন জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলো তখন আবার চলে এলো তৃতীয় ঢেউ। বা ওমিক্রন। ফলে আবার সতর্কতা বা বিধিনিষেধ। শিলিগুড়িতে আমাদের হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও সেই বিধিনিষেধ পালন করছে। কেননা আমরা চাই করোনা বিদায় নিক। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। জানি আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুদের কষ্ট হচ্ছে। কেননা বিগত দুবছর ধরে করোনার জেরে অনেক লকডাউন হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য তলানিতে ঠেকেছে। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ব্যবসায়ী বন্ধুরা সবাই লড়াই করেছেন। নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করেও তারা বাজার বন্ধ রাখা, বাজার স্যানিটাইজেশন করা, দূরত্ব বিধি মেনে চলা, মাস্ক ব্যবহার করা সবই তারা মেনে চলেছেন। আবারও নিয়ম করে সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ রাখা শুরু হয়েছে। করোনা বিধি মেনে আমরা মাইকিংও করেছি। আর মাস্ক না পড়ে এলে কাওকে জিনিস বিক্রি করা হবে না বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলি, গত ১২ জানুয়ারি আমার স্ত্রী কবিতা পালের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী ছিল। কিন্তু এবারে করোনা পরিস্থিতির জন্য কোনো অনুষ্ঠান করা হয়নি। গত বছর বৈষ্ণব সেবা প্রদান করা হয়েছিল। এবারেও সেরকম কর্মসূচি স্থির হয়েছিলো। কিন্তু তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এপ্রিল মাসে খাদ্য সামগ্রী বিতরনের মতো সামাজিক কর্মসূচি হতে পারে।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন?

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক)

দেশ প্রেম

বাসু দত্ত

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। দেশ প্রেম নিয়ে যেটা বলবো, তা হলো আমাদের সবার আগে দেশ। আমার দেশ ভালো থাকলে আমি, আপনি ভালো সবাই ভালো থাকবে। আর এই সময় সেই ভালো থাকার মূল বার্তাই হলো করোনা সচেতনতা মেনে চলা। আমি লক্ষ্য করছি, বাজারে এখনও বহু মানুষ মাস্ক পড়ছেন না। আমার মনে হয় মাস্ক পড়েই এবারে আমরা দেশ প্রেম প্রদর্শন করতে পারি। কেননা, আপনি মাস্ক বেঁধে রাখলে আপনার মধ্যে যদি সংক্রমন হয়েও থাকে, তবে তা অন্যের কাছে ছড়িয়ে যাবে না। আবার অন্যের কাছ থেকেও আপনার মধ্যে সংক্রমন সহজে ঘটবে না। তার সঙ্গে যদি আপনি সাবান স্যানিটাইজার এবং ভিড় এড়িয়ে চলার মতো নিয়ম মেনে চলেন। এটাই এই সময় এখন দেশাত্মবোধ। এখন করোনাই সবচেয়ে চিন্তার কারণ। করোনাকে আমাদের সকলকে নিয়ম মেনে তাড়াতে হবে। কেননা করোনা আমাকে আপনাকে সকলকে সর্বোপরি দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। তাই সতর্ক থাকুন, ভালো থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি ঘোঘোমালির বাসিন্দা একজন সমাজসেবী)

সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা

রেভারেন্ড রঞ্জন আর দাস

নমস্কার সকলকে। নতুন বছর এবং সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা সকলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। অনেক কষ্ট সংগ্রামের পর আমাদের দেশের স্বাধীনতা এসেছে। তাই আমাদের কাছে দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যই বহন করে। আমাদের বাইবেলেও সবসময় রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশ বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু ধর্মের দেশ। সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মেলবন্ধনই আমাদের কাছে বড় বার্তার একটি দিক। সবাই মিলেমিশে আমরা আমাদের দেশকে চলুন আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। বিশেষ করে করোনার এই সময় সবাই এক সঙ্গে মাস্ক পড়ে থেকে, দূরত্ব বজায় রেখে, সাবান ব্যবহার করে আমরা করোনা বিরোধী এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে পারি উন্নত রোগ মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

(লেখক শিলিগুড়ি শান্তি নগর বৌ বাজার এলাকার ফিলাডেলফিয়া প্রেসবাটেরিয়ান চার্চের রেভারেন্ড)

দেশ প্রেমের ভাবনায়

অশোক চক্রবর্তী

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। এই বিশেষ দিনে আমি পাওয়ার লিফটিং নিয়ে দু একটি কথা বলবো। পাওয়ার লিফটিংয়ে আমি বিশ্ব জয়ককরে এসেছি। কিন্তু এখন আমি চাইছি, শিলিগুড়ি শহর থেকে আরও পাওয়ার লিফটার উঠে আসুক। এরজন্য আমি বিশেষ প্রশিক্ষন দিয়ে চলেছি। শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় স্তরে অনেক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। অনেকে পুরস্কার পেয়েছে। তাদেরকে আমি নিয়মিত উৎসাহিত করি। আমাদের সংস্থা রয়েছে দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশন। সেই সংগঠন থেকেও আমরা প্রতিভাবান পাওয়ার লিফটারদের উৎসাহিত করে চলেছি। শিলিগুড়িতে অনেক ভালো ভালো সম্ভাবনাময় পাওয়ার লিফটার আগামী দিনে ভালো ফল করতে পারে। কিন্তু তাদের অনেকেই গরিব। নিয়মিত অনুশীলন চালানোর অর্থ তাদের অর্থ নেই। কেননা এই অনুশীলন চালাতে হলে ভালো ভালো খাবার খেতে হবে। তার জন্য অর্থ চাই। তাই আমি সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি, পাওয়ার লিফটারদের উৎসাহিত করা হোক সরকারিভাবে। সরকারের সাহায্য পেলে শিলিগুড়ি থেকে আগামী দিনে জাতীয় স্তরে অনেক ভালো পাওয়াল লিফটার পাবো। সকলকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, করোনা সচেতনতা মেনে চলুন।

(লেখক বিশ্ব পাওয়ার লিফটার জয়ী এবং দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)